আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ব এসপেরান্তো সংগঠনের বার্তা, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬

১৯৫২ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (এখনকার বাংলাদেশে) মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহার করবার অধিকারের লড়াইয়ের স্মৃতিতে প্রবর্তিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই দিন আমরা জাতিবৃন্দের ও সমবায়বৃন্দের পরিচিতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে ভাষার কথা স্মরণ করি। ভাষাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য, জ্ঞান ও ইতিহাস পৌঁছে দেবার বাহন। যে শিশুর শিক্ষা মাতৃভাষাতেই শুরু হয় তার শিক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মসম্মানের আবহে এগোবার সুযোগ পায়।

সমবায়ের শক্তি যাতে বাড়ে, বহুভাষিকতার শ্রীবৃদ্ধি তার আবশ্যিক পূর্বশর্ত। প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষায় শিক্ষাদীক্ষা লাভের অধিকার আছে। সবাই যেন আঞ্চলিক ও জাতীয় ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাষাও রপ্ত করার সুযোগ পায়। সুচিন্তিত পরিকল্পনা মাফিক বহুভাষিকতার আয়োজন করা হলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বক্তব্য ভেবে বলতে পারবেন, জনপরিসরে যোগ দিতে পারবেন, তাঁদের কথায় লোকে কানও দেবে। এই উপায়ে সবাই মিলে সমাজের ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণ করার সুযোগ পাবেন।

বহুভাষিক পৃথিবী গড়বার জন্যে চাই বহুভাষিক শিক্ষা আর বহুপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই পথেই অগ্রসর হওয়া যাবে শান্তি ও সুবিচারের দিকে, সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকে, আর রাষ্ট্রসংঘের যেগুলি অভীষ্ট সেই শান্তি, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, জাতিবৃন্দের ও সমবায়বৃন্দের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্কের দিকে। ভাষাগত সুবিচার চাইলে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা জরুরি যেখানে প্রত্যেক ভাষা, প্রত্যেক কণ্ঠস্বর নিজের মূল্যের পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়ে সমান সমানে আত্মমর্যাদা রক্ষা করে শ্রীবৃদ্ধির পথে এগোতে পারবে।

দুনিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বাঁচাবার স্বার্থে আমরা যেন ভাষাগত বৈচিত্র্যকেও রক্ষা করি।

বিশ্ব এসপেরান্তো সংগঠন ১৯০৮ সালে জন্মলাভের মুহূর্ত থেকেই জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভাববিনিময়ের কাজে সচেষ্ট থেকেছে যাতে সবাই পরস্পরের কথা বুঝতে পারে, পরস্পরকে সম্মান করতে শেখে। যে আন্তর্জাতিক ভাষা এসপেরান্তো সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিবেদিত, তার মাধ্যমে আমরা মানুষে মানুষে পারস্পরিক

আদানপ্রদানের দিকে এগোবার পথ তৈরি করে চলেছি যাতে সবাই সবার মনুষ্যত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে সৌহার্দ্যে ও শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে।

লক্ষ করতে বলব যে আমরা আদিবাসী ভাষাসমূহের আন্তর্জাতিক দশকের মাঝামাঝি পৌঁছোতে চলেছি এই দশকের অন্যতম উদ্দেশ্য হল আদিবাসী সমবায়গুলির ভাষাগত অধিকার রক্ষা করা, সেইসব ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের পথে সমস্ত বাধা দূর করা।

এই সূত্রে সবাইকে ১ থেকে ৮ অগাস্ট ২০২৬ তারিখে অস্ট্রিয়ার গ্রাৎস শহরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব এসপেরান্তো সম্মেলনে যোগ দেবার আহ্বান জানাচ্ছি আমরা সেখানে ভাষাগত সাম্য ও পারস্পরিক সম্মান রক্ষার পরিবেশে আমাদের সাক্ষাৎ হবে, একত্রে বসে সবাই মানবজাতির বৈচিত্র্যের উদ্দীপনায় সানন্দে শামিল হব, কীভাবে সুস্থায়ী উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন ধারার স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতা এগোতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করব।